কর্মকর্তাসহ ৪৬ পুলিশের বিরুদ্ধে জেলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রীর আদালতে মামলা

ভোলা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আরমান হোসেনসহ ৪৬ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা মামলা দায়ের করেছে নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত।

বৃহস্পতিবার (১১ আগস্ট) দুপুরে ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ মামলা দায়ের করেন তিনি।

ভোলা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক তথ্যের নিশ্চিত করেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আমিরুল ইসলাম বাসেত জানান, নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদল সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪৬ জনের বিরুদ্ধে এ হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আদালত আগামী ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব তথ্য প্রমাণাদি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার অভিযোগে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে ভোলা জেলা বিএনপি। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সদর রোডে যাওয়ার সময় পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী এবং ১০ পুলিশ সদস্য আহত হয়। ওইদিন আব্দুর রহিম নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত হন। গত ৩ আগস্ট ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ঘটনায় গুরুতর আহত জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরে আলম মারা যান।

পবিত্র আশুরা দিনে তাজিয়া মিছিলে কারাবালার মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণ

ইসলামের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন আশুরায় কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার স্মরণে শিয়া মুসলমানরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তাজিয়া মিছিল বের করেছেন।

মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পবিত্র আশুরা পালিত হচ্ছে।

করোনা মহামারির ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে টানা দুই বছর বন্ধ থাকার পর এবার যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রাজধানীতে মহররমের ঐতিহ্যবাহী তাজিয়া মিছিল বের হয়েছে। এতে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমদের ঢল নামে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে পুরান ঢাকার হোসাইনি দালানের ইমামবাড়া থেকে প্রধান তাজিয়া মিছিল শুরু হয়। এছাড়াও রাজধানীর মোহাম্মদপুর, মিরপুর, লালবাগ, পল্টন এবং মগবাজার থেকেও তাজিয়া মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন।

কেন্দ্রীয় তাজিয়া মিছিল ইমামবাড়া থেকে বকশীবাজার-নিউমার্কেট হয়ে ধানমণ্ডি লেকের প্রতীকী কারবালা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। হায় হোসেন, হায় হোসেন মাতম ও বুক চাপড়ে ফোরাত নদীর তীরের কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণ করেন তারা।

হিজরি ৬১তম বর্ষের (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) ১০ মহররম মুসলমানদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা.) ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন।

ইসলামের ইতিহাস অনুসারে এ দিনটি অত্যন্ত পবিত্র। কেননা ১০ মহররম তারিখে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এই দিনে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হজরত আদমকে (আ.) সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ দিন নবী মুসার (আ.) শত্রু ফেরাউনকে নীলনদে ডুবিয়ে দেয়া হয়।

এ দিনে নূহের (আ.) কিস্তি ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পায়। এ দিনে দাউদের (আ.) তাওবা কবুল হয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে ইব্রাহিম (আ.) উদ্ধার পান। আইয়ুব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি ও সুস্থতা লাভ করেছিলেন।

এ দিনেই আল্লাহতায়ালা ঈসাকে (আ.) ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, এ তারিখেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

মুসলিম বিশ্বে এই দিনটি ত্যাগ ও শোকের প্রতীক। বাংলাদেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিশেষ করে শিয়া মুসলমানরা ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেন।

এবার ৩১ জুলাই মহররম মাস গণনা শুরু হওয়ায় মঙ্গলবারবার সারা দেশে আশুরা পালিত হচ্ছে। আশুরার সরকারি ছুটি থাকে।

বিগত দিনে তাজিয়া মিছিলে ছুরি, ধারালো অস্ত্রসহ যুবকদের দেখা যেত। ইমাম হোসেনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মরণে তারা নিজের শরীরে আঘাত করে নিজেকে রক্তাক্ত করতেন।

কিন্তু ২০১৫ সালে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতির মধ্যে ইমামবাড়ায় জঙ্গি হামলার ঘটনার পর থেকে আশুরায় নিরাপত্তার কড়াকড়ি বাড়ানো হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশ তাজিয়া মিছিলে ধারালো অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করে।

অতীতের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান বাস্তবতা পর্যালোচনা করে এবারও আশুরার দিন বিভিন্ন কর্মসূচি ও সবগুলো তাজিয়া মিছিল ঘিরে কয়েক স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তাজিয়া মিছিলে অনেকের হাতেই দেখা যায় জরি লাগানো লাল আর সবুজ নিশান, মাথায় শোকের কালো কাপড়। কারবালার স্মরণে কালো চাঁদোয়ার নিচে কয়েকজন বহন করেন ইমাম হোসেনের প্রতীকী কফিন।

মিছিলের সামনে ছিল ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের দুটি প্রতীকী ঘোড়া, দ্বিতীয় ঘোড়ার জিন রক্তের লালে রাঙানো। ধানমণ্ডির প্রতীকী কারবালা প্রান্তরে পৌঁছনোর আগেই বৃষ্টি নামে। তার মধ্যেই শান্তির আশায় মোনাজাত করে তাজিয়া মিছিলের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

৬ আগষ্ট থেকে ডিজেল ও কেরোসিন ১১৪টাকা, অকটেন ১৩৫, পেট্রল ১৩০ টাকা লিটার

ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ৩৪ টাকা বেড়ে হয়েছে ১১৪ টাকা। যা আগে ছিল প্রতি লিটারের দাম ৮০ টাকা। আজ রাত ১২টার পর থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে। এছাড়া অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

আজ শুক্রবার রাতে জ্বালানি বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈশ্বিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ই আর এল)-এ পরিশোধিত এবং আমদানি/ক্রয়কৃত ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের মূল্য সমন্বয় করে ভোক্তা পর্যায় নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

আজ শুক্রবার (৫ আগস্ট) রাত ১২টার পর থেকে ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের ভেতর ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য ডিজেল ১১৪ টাকা/ লিটার, কেরোসিন ১১৪ টাকা/ লিটার, অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জনবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় আমজনতার স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। যতদিন সম্ভব ছিল ততদিন সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির চিন্তা করে নাই। অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকটা নিরুপায় হয়েই কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে হচ্ছে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে অনুযায়ী জ্বালানি তেলের মূল্য পুনঃবিবেচনা করা হবে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উর্ধ্বগতির কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ সহ বিভিন্ন দেশে নিয়মিত তেলের মূল্য সমন্বয় করে থাকে। ভারত গত ২২ মে থেকে কলকাতায় ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ৯২.৭৬ রুপি এবং পেট্রল লিটার প্রতি ১০৬.০৩ রুপি নির্ধারণ করেছে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এই মূল্য বাংলাদেশি টাকায় যথাক্রমে ১১৪.০৯ টাকা এবং ১৩০.৪২ টাকা। (১ রুপি = গড় ১.২৩ টাকা)। অর্থাৎ বাংলাদেশে কলকাতার তুলনায় ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ৩৪.০৯ এবং পেট্রল লিটার প্রতি ৪৪.৪২ টাকা কমে বিক্রয় হচ্ছিল। মূল্য কম থাকায় তেল পাচার হওয়ার আশঙ্কা থেকেও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সময়ের দাবি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিগত ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি ২২ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত) জ্বালানি তেল বিক্রয়ে (সকল পণ্য) ৮০১৪.৫১ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক তেলের বাজার পরিস্থিতির কারণে বিপিসির আমদানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখাতে যৌক্তিক মূল্য সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৪০ জেলায় নতুন এসপি

দেশের ৪০ জেলার নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের ৪০ জন কর্মকর্তাকে।

বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন উপসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস।

বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাসে একসঙ্গে ৪০ জেলার নতুন এসপি নিয়োগের ঘটনা এবারই প্রথম।

যে ৪০ জেলায় নতুন এসপি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো- পাবনা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, ময়মনসিংহ, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ,

লক্ষ্মীপুর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, রাঙামাটি, লালমনিরহাট, নওগাঁ, কক্সবাজার, নেত্রকোণা, বরিশাল, কুমিল্লা, গাজীপুর, পটুয়াখালী, মুন্সীগঞ্জ, শেরপুর, জয়পুরহাট, ফেনী, ঢাকা, বান্দরবান, বরগুলা, ফরিদপুর, খাগড়াছড়ি, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, মাগুরা, ঝালকাঠি, নীলফামারী এবং নাটোর।

নিচে তালিকা দেখুন-

ডলার বাঁচাতে টেলিটকের ৫জি প্রকল্প স্থগিত

ফাইভ-জির আগে ফোর-জি নেটওয়ার্ক সারা দেশে সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, এ মুহূর্তে হাওড়, গ্রাম ও দুর্গম এলাকা ফোর-জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে হবে। এ ছাড়া ডলার বাঁচাতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় টেলিটকের নেটওয়ার্কে বাণিজ্যিকভাবে ফাইভ-জি প্রযুক্তি চালুকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি ফেরত দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। গণভবন থেকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা সচিব মামুন-আল রশীদ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য সত্যজিৎ কর্মকার, তথ্য ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন এবং আইএমইডির সচিব আবু হেনা মোরশেদ প্রমুখ।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, তিনি (প্রধানমন্ত্রী) মনে করেন আগে ফোর-জি সেবা উন্নতি করা উচিত। সেই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প স্থগিতের নির্দেশ দেন একনেক সভাপতি ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, যেহেতু সরকার কৃচ্ছসাধন করছে এবং টেলিটকের ফাইভ-জি প্রকল্পের বড় অংশই আমদানিনির্ভর। তাই ডলার ব্যবহারের ওপর চাপ কমাতেই প্রকল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর আপাতত দেশে ফাইভ-জি কাভারেজের চেয়ে ফোর-জির পরিধি বাড়ানো জরুরি। সেই আঙ্গিকে মোবাইল অপারেটরদের কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তবে সার্বিকভাবে বিদেশি ঋণ প্রকল্পের পরিধি কমবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা হয়নি।

পদ্মা সেতুর কারণে পাল্টে যাবে সারাদেশের চিত্র

সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজস্ব অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন। এই সেতুর কারণে পাল্টে যাবে সারাদেশে চিত্র। তারা আরো বলেন, এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। এ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করতে হবে।

গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা এসব কথা বলেন।

আলোচনায় অংশ নেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, সরকারি দলের কাজী কেরামত আলী, বেগম মুনিরা সুলতানা, মুহিবুর রহমান মানিক, জিল্লুল হাকিম, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, বেনজির আহমেদ, তাহজিব আলম সিদ্দিকী, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, বেগম হাবিবা রহমান খান, হোসনে আরা, রানা মোহাম্মদ সোহেল, সালমা চৌধুরী ও আদিবা আনজুম মিতা এবং বিরোধী দল জাতীয় পার্টির মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও বিকল্পধারা বাংলাদেশের মেজর (অব.) আবদুল মান্নান।

অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক বলেন, বর্তমান সরকারের গত ১৩ বছরের উন্নয়নের কথা বলে শেষ করা যাবে না। এ সময়ে সারাদেশের চিত্রই পাল্টে গেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্র ও বাঁধা

মোকাবেলা করেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে সারাদেশের মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিয়ে সফলভাবে করোনা মোকাবেলা করেছেন, যা বিশ্বের কাছে প্রশংসা পাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা সমগ্র বিশ্বে প্রশংসা পাচ্ছে। কিন্তু বিএনপি সেই উন্নয়ন দেখতে পায় না। জনবিচ্ছিন্ন এই দলটি এখনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় লিপ্ত। উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে দেশবাসীকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

মেজর (অব.) আবদুল মান্নান সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পদ্মা সেতু নির্মাণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনা বুকে ধারণ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজস্ব অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন। এর মাধ্যমে একদিকে শেখ হাসিনা একজন আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়প্রতীজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে, অন্যদিকে বিশ্ববাসীও বাংলাদেশের সক্ষমতা জানতে পেরেছে। এটাতে দেশের ভাবমূর্তি অনেকে বেড়েছে।

তিনি বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনতে প্রস্তাবিত বাজেটের সুযোগটি সঠিক উল্লেখ করে বলেন, পৃথিবীর বহু দেশ নানা কলা-কৌশলে পাচার হওয়া টাকা দেশে ফেরত এনে বিনিয়োগ করে। আমাদেরও এসব টাকা ফেরত এনে পুঁজিবাজার কিংবা শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ কর যেতে পারে।

মুহিবুর রহমান মানিক বলেন, বিএনপি দলীয় এমপি আজকে বন্যা নিয়ে মানবতা দেখানোর চেষ্টা করলেও তাদের দল বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে ১৯৯৫ ও ২০০৪ সালের বন্যায় বন্যাকবলিত মানুষর পাশে দাঁড়ায়নি। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে বন্যায় ৬১ কেজি ওজনের কেক কাটতে দেখেছি।

তিনি আরও বলেন, বড় বন্যা হয়েছে। চেরাপুঞ্জিতে ১২২ বছরের ইতিহাসে একদিনে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। ১২২ বছরের ইতিহাসে এত বড় বন্যা হয়নি সেটা বলবো না। তবে আমি ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০১৭ সালের বন্যা আমি দেখেছি। মনে করি স্মরণকালের সর্ববৃহৎ বন্যা। সবচেয়ে

বেশি মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয়েছে।

বিদেশে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার সুযোগ দেওয়ার সমালোচনা করে জাতীয় পার্টির মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, বিদেশে অর্থ পাচার মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে চায়। তাদেরকে কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। এ নিয়ে আইনী জটিলতা সৃষ্টি হবে। তাই প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। তিনি পদ্মা সেতুসহ দেশে একের পর এক বৃহত্তর প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উপকূলের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, পদ্মা সেতু নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন। যা শুধু দক্ষিণাঞ্চলের নয়, সারাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় ধরণের ভ‚মিকা রাখবে।

মুনিরা সুলতানা বলেন, সরকারের উন্নয়ন দেখলেই বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে যায়। এরা দেশ ও দেশের মানুষের শত্রæ। সবক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে এরা নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে লিপ্ত। এরা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আবার যদি বিএনপি নেতারা এ ধরণের হুমকি দেয়, তবে পুরুষদের লাগবে না, আমরা নারীরাই রাজপথে তাদের মোকাবেলা করে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেব।

কাজী কেরামত আলী বলেন, বিএনপির আমলে দুটি সরকার ছিল। একটা হওয়া ভবনের অন্যটা খালেদা জিয়ার সরকার। হাওয়া ভবনের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। আজ তারাই বড় বড় কথা বলেন। শত ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে চ্যালেঞ্জ নিয়েই পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন। আমরা আশাবাদী, এরপর দৌলদিয়া- পাটুরিয়াতেও তিনি দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণ করবেন।

তাহজীব আলম সিদ্দিকী বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের সোনার সেতু। সক্ষমতার প্রতীক। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিএনপি। দেশে কিছু করতে না পারে বিদেশীদের কাছে ধর্না দিয়ে মিথ্যাচারের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। মিথ্যাচার করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের কোন ষড়যন্ত্রই দেশের জনগণ মেনে নেবে না।

সূত্র: যুগান্তর

রাত ৮টার পর মার্কেট-দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাত ৮টার পর সারা দেশে দোকান, শপিংমল, মার্কেট, বিপণি বিতান, কাঁচা বাজার খোলা না রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মো. আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকের সই করা চিঠিতে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী জ্বালানির অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধিজনিত বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১১৪ ধারার বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালনপূর্বক সারা দেশে রাত ৮টার পর দোকান, শপিংমল, মার্কেট, বিপণি বিতান, কাঁচা বাজার ইত্যাদি খোলা না রাখার বিষয়টি যথাযথভাবে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। চিঠিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তরসহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পদ্মা সেতুতে সুবিধা পাবে মেহেরপুরের সব্জি ও কৃষি পণ্য

পদ্মা সেতু খুলে দেওয়াকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত মেহেরপুরের কৃষক ও কৃষির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। সেতু চালু

হলে এলাকার সব্জী ফসল সঠিক সময়ে ঢাকা, চিটাগাংসহ অন্যান্য জেলাতে দ্রুত পৌছে যাবে। তিনি বলেন, এতদিন ফেরি পারাপার হয়ে ঢাকায় যেতে পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামে পড়ে দিনের পর দিন সেখানে অপেক্ষা করতে হতো। সব্জী পচে যাওয়ায় অনেক সময় কৃষক বা ফঁড়িয়া ব্যবসায়ীরা আমাদের ট্রাকের ভাড়া দিতে চাইতো না। ফেরি পারাপারে দেরী হওয়ার ফলে সঠিক সময়ে তারা বাজার ধরতে পারতো না। তাই ব্যবসায়ীরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। পদ্মা সেতু চালু হলে শুধু কৃষকরাই নয় আর্থিকভাবে পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহা: হানিফ উদ্দীন বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের জেলার কৃষকদের জন্য নতুন দিগন্তের দার খুলবে। আমরা এতদিন কাঁচামাল নিয়ে পাটুরিয়া ফেরি ঘাটে যে জ্যামের শিকার হতাম, সেটা দুর হবে। সেতুটি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে যশোর, বেনাপোল, খুলনাসহ ওই এলাকার গাড়িগুলো সরাসরি সেতু হয়ে যাবে। তখন পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামটাও কেটে যাবে। আমাদের গাড়িগুলোর ফেরি সুবিধাও বাড়বে এছাড়া আমরা সেতু হয়ে সরাসরি ঢাকা চিটাগাং, সিলেট বা অন্যান্য জেলাতে কৃষি পণ্যগুলো নিয়ে যেতে পারবো। তিনি বলেন মেহেরপুর জেলা থেকে সাধারণত, কাঁচা মরিচ, সীম, বেগুন, আলু, পটল, কচু, শসা, আম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন ধরণের শাকসব্জি যায়। সেতুটির কারণে আমাদের জেলার মানুষ সরাসরি এবং সহজেই ঢাকাতে পৌছাতে পারবে।

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের সব্জি চাষী মহিবুল ইসলাম ও তহসেন আলী বলেন, সারা বছরই এ গ্রামের কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের সব্জি, তরমুজ ও বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্য উৎপাদন করে থাকেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে এতদিন মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে জিম্মি ছিলেন এলাকার শত শত সব্জী চাষী। তারা বলেন, পাইকাররা আমাদের জমি থেকেই সরাসরি সব্জিসহ অন্যান্য ফসল কিনে নিয়ে যেতো। তাতে আমাদের লাভ কম হতো। নিজেরা ঢাকাতে সব্জী নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেও ফেরি ঘাটের জ্যামের কারণে অনেক সময় সব্জী নিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতো। যে কারণে অনেকেই ঝুঁকি নিতে চাননা। পদ্মা সেতু চালু হলে আমাদের ফসল আমরা নিজেরাই ঢাকা শহর বা চিটাগাং ও সিলেটে নিয়ে যাবো। মাঠে ফসল ফলাই আমরা সাধারণ কৃষক আর মাঝখানে লাভ করে মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, পদ্ম সেতু সারা বাংলাদেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় দিগন্ত উন্মেচন করবে এতে কোনো সন্দেহ

নেই। পদ্মা সেতুর কারণে, মেহেরপুরের সব্জি, ধান, পাটসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই যুক্ত হবে জাতীয় অর্থনীতির সাথে। ফলে মেহেরপুর জেলার কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে।

তিনি বলেন, মেহেরপুরে রয়েছে ফসল চাষের বিস্তীর্ণ জমি। শাকসবজি ও আম, কাঁঠাল উৎপাদনের জন্য এসব জমি খুব উপযোগী। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত হবে। যে কারণে ফসলের পচনশীলতা হ্রাস পাবে। কৃষকরা ভাল লাভ পেলে বিভিন্ন শাকসবজি এবং বিশেষ করে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদন বাড়বে জেলায়। এতদিন উৎপাদিত পণ্য বিপণনের দুর্ভোগ ছিল। এসব কারণে ওই অঞ্চলে শস্য নিবিড়তা অপেক্ষাকৃত কম। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের অভিপ্রায় সফল হবে। নতুন প্রযুক্তি ধারণ ত্বরান্বিত হবে। দ্রুত বেড়ে যাবে শস্যের উৎপাদন। গড়ে উঠবে কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা। তাতে মানুষের কর্মসংস্থান হবে, বাড়বে আয়। এ জেলায় পাটচাষেও কৃষকদের আগ্রহ বাড়বে। বাড়বে উৎপাদন। গড়ে উঠবে পাটভিত্তিক শিল্প কলকারখানাও।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান মন্ত্রীর কাছে দাবী করেন, পদ্মা সেতুর পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের। দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মিত হলে রাজবাড়ি, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধমে উন্নিত সাধিত হবে।

এসএসসি পরীক্ষা স্থগিত

দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ১৯ জুন থেকে অনুষ্ঠেয় সব শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক, এসএসসি ভোকেশনাল ও মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার পরিবর্তী সময়সূচি পরে জানানো হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের শুক্রবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বেশ কয়েকটি উপজেলা বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। বিশেষ করে হাওরাঞ্চল তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে। শুক্রবার সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বানভাসি মানুষকে উদ্ধারে কাজ শুরু করছে সেনাবাহিনী।

এছাড়া ভারি বর্ষণ ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানিও বাড়ছে। তিস্তা নদীর পানি কাউনিয়া পয়েন্টে ৩৩ সেন্টিমিটার, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারী পয়েন্টে ৫ সেন্টিমিটার এবং নুনখাওয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ৩০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে নদ-নদীর পানি বেড়েছে নেত্রকোণাতেও। ফলে সেখানে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বন্যা কবলিত এলাকার লোকজন বিপাকে পড়েছেন। অনেকে ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে। আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রসঙ্গত, ১৯ জুন বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল এবারের এসএসসি পরীক্ষা। রুটিন অনুযায়ী তত্ত্বীয় পরীক্ষা চলার কথা ছিল ৬ জুলাই পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত হলো।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ইতিবৃত্ত

১৯৯৯ সালে প্রাক–সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের সূত্রপাত হয়। ২০০৫ সালে সমীক্ষা শেষে পরের বছর ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়।

এর মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্পের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করে এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ৮ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। ২০০৫ সালের ১৯ অক্টোবর ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। তবে তখনকার সরকার ডিপিপি অনুমোদন করে যেতে পারেনি।

পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অবশ্য ২০১৪ সালে তদন্ত শেষে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জানিয়ে দেয়, দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ২০১৭ সালে কানাডার টরন্টোর এক আদালত জানান, পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত প্রমাণ পাননি তাঁরা।

২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আরও তিন দফা ডিপিপি সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে ২০১৬ সালের সংশোধনীতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত সেই ব্যয়ের পরিমাণই বহাল আছে।

২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতু নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর।

এরপর প্রথমবার ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিয়ারের ওপর বসানো হয় ‘৭ এ’ স্প্যানটি। এটি বসানো হয় সেতুর জাজিরা প্রান্তে। সর্বশেষ ৪১ নম্বর স্প্যান (স্প্যান ২-এফ) বসে ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর। এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় সেতুর পুরো ৬ হাজার ১৫০ মিটার। আর প্রায় সূচনার দুই দশক পর আগামী ২৫ জুন চালু হতে যাচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু।

সূত্র: বাংলা নিউজ ২৪